রওজা (رَوْضَةٌ) না কবর (قَبَر)

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ রওজা (رَوْضَةٌ) না কবর (قَبَر)?

হাদীস পুস্তকসমূহের কোথাও রাসুল(সাঃ) এর কবরকে "রওজা" বা "রওজাশরীফ" বলা হয়েছে পাওয়া যায় না।

হাদীস পুস্তকসমূহে রাসুল (সাঃ) এর "কবরকে" "কবর-ই" বলা হয়েছে। তবে রাসুল (সাঃ) এর কবরের পার্শ্বে মসজিদে নববীর একটি স্থানকে "রওদাতুল জান্নাত"الْجَنَّةٌ। رَوْضَةٌ অর্থাৎ "জান্নাতের একটি বাগান" বলা হয়ে থাকে। এটি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

পবিত্র কোরআনে "রওজা" (আরবীতে رَوْضَةٌ রওদাতুন) মাত্র ২বার এসেছে।

পবিত্র কো্রআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩০ রূম, আয়াতঃ১৫

فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ (15)

অর্থঃ ক)তারা জান্নাতে আনন্দে থাকবে।[রেফারেন্সঃ কুরআনুল কারীম- ডঃ মুহাম্মদ মুজিবর রহমান।

খ) তাহারা জান্নাতে স্বচ্ছন্দে থাকবে। রেফারেন্স কুরআনুল কারীম-ইসলামিক ফাউন্ডেশন।

এই দু'টি তরজমাতেই "রওজা" অর্থ জান্নাত করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনে আরও ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৪২ আশশূরা, আয়াতঃ ২২

فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ

ক) তারা থাকবে জান্নাতের বাগানসমূহে(রেফারেন্স- কুরআনুল কারীম-প্রফেসর ডক্টর মুহম্মদ মুজিবর রহমান।

খ) তারা থাকিবে জান্নাতের মনোরম স্থানে (রেফারেন্স- ইসলামিক ফাউন্ডেশন)

শাব্দিক অর্থঃ উচ্চারণ

رَوْضَة	একবচন	একটি বাগান	রওদাতুন
رَوْضٰتُ	বহুবচন	বাগানসমূহ	রওদাত
رِيَاضُ	বহুবচন	বাগানসমূহ	রিয়াদ
شَرِيف	অর্থ	সমুস্ত, সমুচ্চ	শরীফ

মসজিদে এই বিশেষ স্থানটিকে এইভাবে বললে সবচেয়ে ভাল।

رَوْضَةٌ مِّنْ رِيَاضُ الْجَنَّةِ

অর্থঃ বেহেশতের বাগানসমূহের একটি বাগান।

কবর সংক্রান্ত পবিত্র কোরআনের আয়াতসমূহ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৯ আত তওবা, আয়াতঃ ৮৪

وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ (84)

(হে রাসুল!) আর তাদের মধ্য হতে কেউ মরে গেলে তার উপর কখনো (জানাজার) নামায পড়বেন না এবং তার কবরের কাছেও দাড়াবেন না। তারা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে কুফুরী করেছে এবং তারা ফাসেকী অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২২ হাজ্জ, আয়াতঃ ৭

وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ (7)

আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পুণরুত্থিত করবেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩৫ ফাতির, আয়াতঃ ২২

وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ (22)

আর সমান নয় জীবিত ও মৃতরাও। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা শ্রবণ করান; তুমি শুনাতে সমর্থ হবে না যারা কবরে রয়েছে তাদেরকে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬০ মুমতাহানা, আয়াতঃ ১৩

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (13)

হে মু'মিনগণ! আল্লাহ যে সম্প্রদায়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হন তোমরা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করো না, তারা তো পরকাল সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়েছে যেমন হতাশ হয়েছে কাফিররাকবরবাসীদের বিষয়ে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৮০ আবাসা, আয়াতঃ ২১

ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ (21)

অতঃপর তার মৃত্যু ঘটান এবং তাকে কবরস্থ করেন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৮২ ইনফিতার, আয়াতঃ ৪

وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (4)

এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে;

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১০০ আল আদিয়াত, আয়াতঃ ৯

أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ (9)

তবে কি সে ঐ সম্পর্কে অবহিত নয় যখন কবরে যা আছে তা বের করা হবে?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ১০২ আত তাকাসুর, আয়াতঃ ২

حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (2)

যতক্ষণ না তোমরা কবরসমূহে উপস্থিত হচ্ছ।

বুখারী শরীফের হাদীস নং ১১৯৬

بَاب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ

مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَدَّثَنِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَعَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي.

পরিচ্ছেদঃ ২০/৫. ক্বর ও (মসজিদে নাবাবীর) মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থানের ফযীলত।

১১৯৬. আবূ হুরাইরাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আমার ঘর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী স্থান জান্নাতের বাগানগুলোর একটি বাগান আর আমার মিম্বর অবস্থিত আমার হাউয (কাউসার)-এর উপরে। (১৮৮৮, ৬৫৮৮, ৭৩৩৫; মুসলিম ১৫/৯২, হাঃ ১৩৯১, আহমাদ ৭২২৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১১১৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১১২২)

তিরমিযী শরীফের হাদীস নং ৩৯১৬

রাসুল(সাঃ) বলেন, রিয়াদুল জান্নাতে এক রাকা'আত সালাত অন্য কোন জায়গায় এক হাজার রাকাত সালাতের চেয়েও বেশী। তবে মসজিদুল হারাম(কাবা শরীফ)ব্যতীত।

তিরমিযী শরীফের হাদীস নং ৩৫০৯ এবং ৩৫১০

রাসুল(সাঃ) বলেন, তোমরা যখন রিয়াদুল জান্নাতে যাবে তখন আনন্দের সাথে পড়তে থাকবে

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللَّهُ اَكْبَرْ

আল্লাহ্ পবিত্র, সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই, এবং আল্লাহ বড়।

আল্লাহ আমাদেরকে হজ্জ, উমরাহ, রিয়াদুল জান্নাতে সালাত আদায় করা ও রাসুলের (সাঃ) এর কবরের সামনে উপস্থিত হয়ে সালাম পৌঁছানোর তৌফিক দান করুন।

আমীন।

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....